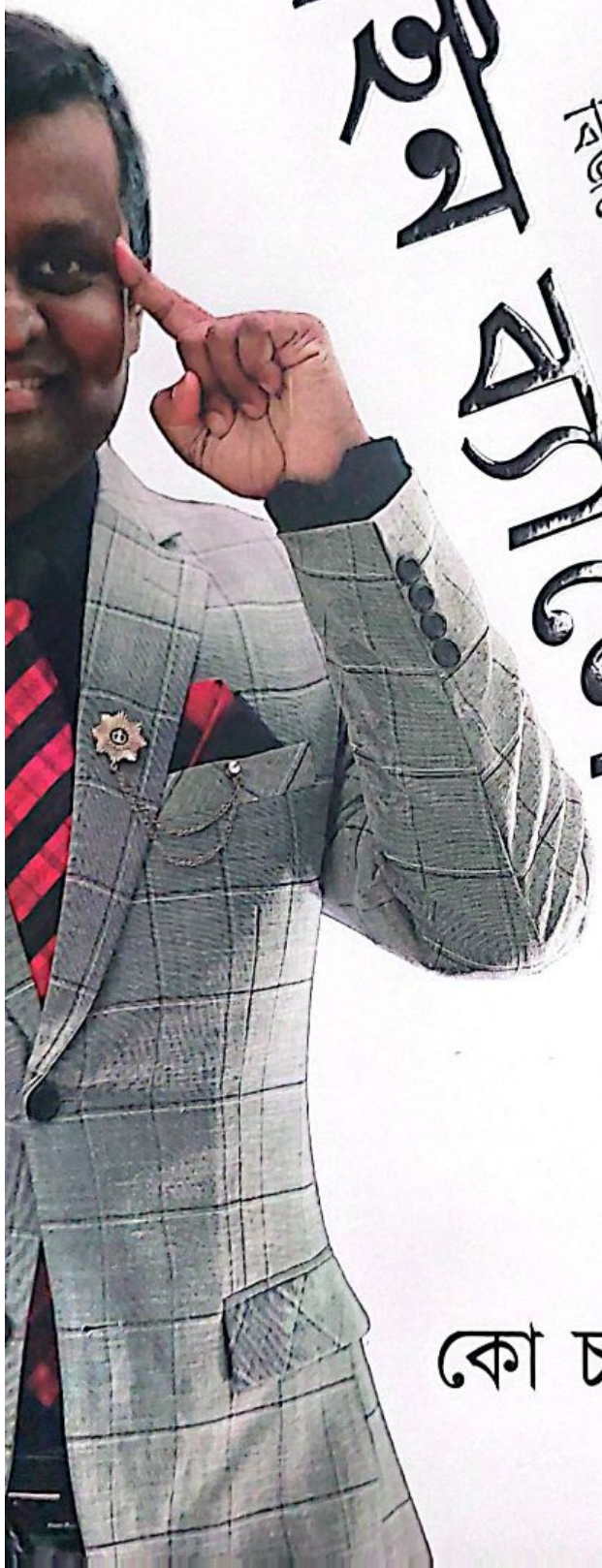


কোচ কাঞ্চন

বৈহীন ব্যাগেজ বিশুদ্ধতা ব্যাংক

বিক্রমেন্দু সীম্বলেন্দু
মহত্ত্ববি গুণ্ডন

কোচ কাঞ্চন



১ ৪৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

= ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

বিজনেস সাফল্যের প্রকল্প গ্রন্থ

ব্রেইন ব্যালেন্স =

কোচ কাঞ্চন

উল্টে দেখুন, জীবন পাল্টে যাবে

আপনার হাতে ধরা এই বইয়ের প্রচ্ছদ কি একটু অদ্ভুত লেগেছে? আমার একই ছবি দেওয়া হয়েছে দুইভাবে। একটা সোজা, আরেকটা উল্টো।

আপনি হয়তো ভাবছেন,
“কেন এমন করা হলো?” এবার একটু উল্টে ধরুন। যা এখন সোজা দেখছেন, সেটা হয়ে যাবে উল্টো। আর উল্টোটা? সেটা সোজা।

এটাই হলো..... (বইয়ের ভেতরে এই নিয়ে পুরো একটা অধ্যায় রেখেছি)

আপনি কি সুখী নাকি দুঃখী? সফল নাকি ব্যর্থ? এটা আসলে আপনার ফোকাস এর ওপর নির্ভর করে।

যদি আপনি নিজের ফোকাসটা উল্টে দেখেন, তাহলে জীবন একেবারে বদলে যেতে পারে।
উল্টে দেখুন, পাল্টে যাবে।

ফ্লিপ দ্য স্ক্রিপ্ট: জীবনের মুদ্রার দুই পিঠ

আপনার ব্রেইন ব্যালেন্স যদি ঠিক থাকে, তাহলে আপনি
মুদ্রার উভয় দিক থেকেই লাভ তুলতে পারবেন।

ব্রেইন ব্যালেন্স = ব্যাংক ব্যালেন্স

এখন পর্যন্ত আমরা কীভাবে ভাবি?
“যদি আমার ব্যাংক ব্যালেন্স ঠিক থাকে, তাহলে আমার জীবন ঠিক থাকবে।” কিন্তু আপনি কি জানেন, এটি আসলে উল্টো? আপনার ব্রেইন ব্যালেন্সই আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স ঠিক করে। যদি আপনি ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে না শেখেন, যদি আপনি জীবনের উল্টো দিকটা সোজাভাবে দেখতে না পারেন, তাহলে আপনার সাফল্য অসম্ভব। অনেকেই বলেন, কোচ কাঞ্চন রাতারাতি সফলতা পেয়েছে। আমিও স্বীকার করি আমি রাতারাতিই সফলতা পেয়েছি। কিন্তু সেই নিকশ কালো রাতের দৈর্ঘ্য ছিল কত ছিল জানেন? (ভেতরে ডিটেইল উত্তর আছে) উল্টে দেখুন, জীবন পাল্টে যাবে আপনার জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে দেখছেন, সেটাই আসল। উল্টে দেখুন। জীবনের প্রতিটি দুঃখে, প্রতিটি চ্যালেঞ্জে লুকিয়ে আছে সাফল্যের বীজ।

শুধু মুদ্রার উল্টো পিঠটা দেখতে শিখুন। আপনার গল্প পাল্টে যাবে।

পাতা উল্টাতে থাকুন ভেতরে মজা আছে..

প্রচ্ছদ : সাজু

ভূমিকা

আপনার ব্রেইন কেমন চলছে আজকাল? সারাদিন এত কিছু ভাবছেন যে মনে হচ্ছে, মাথাটা একেকদিন টোস্টারের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে?

আর ব্যাংক ব্যালেন্স? একবার চোখ বোলালেই মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা?

ঠিক আছে, আপনার জন্য একটা ভালো খবর আছে।

এই বইটা আপনার মাথা আর মানিব্যাগ—দুটোরই তাপমাত্রা ঠিকঠাক করার জন্য লেখা।

এই বইয়ের নামটা একটু ব্যতিক্রম লাগতে পারে—ব্রেইন ব্যালেন্স = ব্যাংক ব্যালেন্স। কিন্তু সমীকরণটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ট্রু!

আমরা যতবার সফল মানুষদের দেখি, ভাবি, “ওহ! এরা এত টাকা কামায় কেমনে?”

কিন্তু আসল রহস্যটা জানেন?

তাদের ব্রেইন দারুণভাবে ব্যালেন্স করা।

যে ব্রেইন চিন্তা করতে পারে, ফোকাস করতে পারে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে—সেই ব্রেইনই একটা ব্যাংক ব্যালেন্স বানাতে পারে; যা আপনার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই বইটা আপনার কী কাজে আসবে?

১. মজার ছলে শেখা: এখানে এমন কিছু কনসেপ্ট পাবেন, যা পড়ে আপনি হাসতেও বাধ্য হবেন, ভাবতেও।

২. কুরআন ও বিজ্ঞান: কীভাবে কুরআনের শিক্ষা আর আধুনিক গবেষণার সাথে মিল খুঁজে পেয়ে নিজের জীবনকে সম্পদশালী করবেন, তা জানতে পারবেন।
৩. ব্রেইন-ব্যাংক সংযোগ: আপনার মস্তিষ্ক আর আপনার টাকা-পয়সার সম্পর্ক এতটা গভীর, সেটা বুঝলে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন।
৪. প্র্যাকটিক্যাল টিপস: কীভাবে আপনার চিন্তাভাবনা বদলে নিজের জীবন বদলাবেন, সেটার বাস্তবিক গাইডলাইন পাবেন।

এই বই আপনার জন্য যদি...

- আপনি নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতা আনলক করতে চান।
- আপনি নিজের ক্যারিয়ার অথবা বিজনেস স্কেলআপ করে আর্থিক জীবন বদলাতে চান।
- আপনি একটা “ওয়াও!” জীবন তৈরি করতে চান।

বইয়ের ট্যাগলাইন দেখে নিশ্চয়ই আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বিজনেসের বইয়ে সায়েন্স কেন? কারণ সায়েন্স আর প্রিন্সিপাল জানা থাকলে কাজ বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়ে যায়।

এই বইয়ের সায়েন্সগুলো আপনি হয়তো স্কুল-কলেজে ফিজিক্সের বইয়ে পড়েছেন; কিন্তু এগুলো যে জীবন বা বিজনেসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে—এটাই এই বইয়ের চমক!

একটা ছোট প্রশ্ন:

আপনার মাথার ভেতর আসলে কে বসে আছে?

একটা অলস, অজুহাতে ঠাসা, দীর্ঘসূত্রিতা আর দিশাহীন ব্রেইন?

নাকি একজন স্বপ্নবাজ, কর্মবাজ, প্রফেশনাল প্ল্যানার, যিনি আপনার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবতায় রূপ দেবে?

এই বইয়ে আমি এমন কিছু গোপন পদ্ধতি শেয়ার করেছি, যা ব্যবহার করলে আপনার মস্তিষ্কের লুকানো ক্ষমতাগুলো মুক্তি পাবে। আপনি ভাববেন, “আরে! এতদিন এসব জানতামই না!”

আসল কথা:

এটা শুধু একটা বই না।

এটা একটা টুল।

এটা একটা ম্যাপ।

এটা আপনার ব্রেইন আর ব্যাংক—দুটোকেই রিচার্জ করার গাইড।

বইটা গভীর মনোযোগে পড়ুন।

তারপর আপনার মাথা আর মানিব্যাগ—দুটোই গর্বে ফুলে উঠবে।

কারণ, ব্রেইন ব্যালেন্স ঠিক থাকলে, ব্যাংক ব্যালেন্স ঠিক হবেই।

মনে রাখবেন,

“যা আপনার মাথায়, তাই পাবেন মুঠোয়।”

চলুন, ব্রেইনকে আপগ্রেড করা শুরু করি!

সূচিপত্র

থিংক অ্যান্ড স্টে পুওর: গরিব থাকার গ্যারান্টেড ফর্মুলা!	১৯
গরিব থাকার মিটিং	১৯
গরিব থাকার প্রতিযোগিতা	২১
গরিব থাকার ১৯টি গ্যারান্টেড ফর্মুলা	২১
১০০% মানি ব্যাক গ্যারান্টি	২৪
চূড়ান্ত কথা	২৪
ধনী হওয়ার দুনিয়ায় স্বাগত!	২৫
পৃথিবীর সম্পদের বিশালতা: একটু নতুন দৃষ্টিকোণ	২৬
ধনী হওয়ার ৩টি ধাপ	২৮
শৈশবের মগজে লুকিয়ে থাকা গোপন কোড	২৯
নামের সাথে সম্পর্কের সায়েন্স	২৯
কোটি টাকার সাইকোলজি	৩০
শৈশবের স্ক্রিপ্ট: জীবনের সিনেমা	৩১
শৈশবের সেই “স্পঞ্জ ব্রেইন”	৩১
সাবকনশাসের শক্তি: হাদিসের প্রেক্ষাপট	৩২
গরিব মানসিকতা থেকে মুক্তির উপায়	৩২
শেষ কথা	৩৩
শিক্ষা, শাসন এবং আমাদের সম্ভাবনা হারানোর গল্প	৩৫
বাংলার গরিব হয়ে ওঠার ইতিহাস	৩৫
ঐতিহাসিক তথ্য	৩৬
এর ফল কী হলো?	৩৭

শিক্ষাব্যবস্থার পশুত্ব	৩৭
শিক্ষার নামে কি শেখাচ্ছি?	৩৮
ইংরেজি সাবজেক্টের নামে সময় ও অর্থের অপচয়	৩৮
শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁকফোকর	৩৯
যে শিক্ষাব্যবস্থার দরকার	৪০
গোলামির শিকল থেকে মুক্তি: হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার	৪০
আমাদের হারানো গৌরব	৪১
আমি ছোট ৩টা স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি	৪১
শেষ কথা	৪২
মানি মিথ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লব	৪৩
মিথ্যা বিশ্বাস ১: টাকা খারাপ জিনিস!	৪৩
মিথ্যা বিশ্বাস ২: ধনী হওয়া আপনাকে খারাপ বানায়	৪৫
মিথ্যা বিশ্বাস ৩: গরিব হওয়া মহৎ	৪৫
মিথ্যা বিশ্বাস ৪: টাকার পরিমাণ সীমিত	৪৬
মিথ ভাঙার উপায়	৪৭
শেষ কথা	৪৮
অদৃশ্য বাস্তবতা: ম্যাজিকের শুরু এখানেই	৪৯
আসুন কিছু মাথা নষ্ট তথ্য শেয়ার করি	৪৯
এটা আমাদের শেখায় কী?	৫১
দেখুন অদেখা ভুবন: ৯৯.৯৯৬৫%-এর শক্তি	৫১
চোখ বনাম মন: কোনটি বাস্তবতা তৈরি করে?	৫২
চোখের সীমাবদ্ধতা	৫২
৯৯.৯৯৬৫% থেকে আপনার সম্ভাবনা বের করুন	৫২
আপনার বাস্তবতাকে নতুন করে গড়ুন	৫৩
অদেখা জগতের শক্তি: বিশ্বাস, চিন্তা এবং ইমোশন	৫৩
Brain works like Google	৫৫
আলটিমেট সাকসেস ফর্মুলা	৫৬
কোচ কাঞ্চন রিয়েলিটি ক্রিয়েশন ফর্মুলা	৫৭
কোচ কাঞ্চন রিয়েলিটি ক্রিয়েশন ফর্মুলা: $EC \times AC = RC$	৫৮

ইমোশনাল কন্টিনিউটি কী?	৫৯
বিজ্ঞান কী বলে?	৬০
বিষয়টা একটু গাণিতিকভাবে ভাবুন	৬২
১ কোটি টাকা আয়ের ইমোশনের জানিটা খেয়াল করুন	৬৩
চেতনার রাজত্ব—আপনার জীবনের মায়াজাল	৬৪
বিশ্বাস দুই প্রকার	৬৫
AC (অ্যালাইন্ড কনশাসনেস): চিন্তাচেতনার সামঞ্জস্য কী?	৬৫
বাস্তবতা কী?	৬৬
ছোট বা বড় লক্ষ্যের পার্থক্য নেই	৬৬
সচেতন বনাম অবচেতন মনের পার্থক্য	৬৭
কীভাবে এলাইন্ড কনশাসনেস তৈরি করবেন?	৭১
কনশাসনেস এবং বাস্তবতা	৭২
RC (রিয়ালিটি ক্রিয়েশন)	৭২
ল অব পোলারিটি—উল্টে দেখুন, জীবন পাল্টে যাবে	৭৪
ফ্লিপ দ্য স্ক্রিপ্ট: জীবনের মুদ্রার দুই পিঠ	৭৪
পোলারিটি কী?	৭৫
বিজ্ঞানের ভিত্তি: পোলারিটি এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্র	৭৫
কুরআনের ভিত্তি: পোলারিটি এবং সৃষ্টি	৭৬
পোলারিটি এবং ব্যবসায় উদাহরণ: প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবন	৭৬
জীবনে পোলারিটির বাস্তবতা	৭৭
খারাপ সময়ের মাস্টারক্লাস	৭৭
শয়তানের নিউরো-মার্কেটিং: ল্যাক দেখানোর কৌশল	৭৮
সমস্যায় ভেতর থেকে সম্ভাবনা খুঁজে বের করা	৭৮
ফোকাস পরিবর্তন করুন: শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে চলুন	৭৯
উল্টে দেখুন, জীবন পাল্টে যাবে	৭৯
বিজয়ের বিপরীতেও বিজয়	৮০
পোলারিটির মূল শিক্ষা: বিপরীতের গুরুত্ব	৮০
ব্যর্থতা—বিজয়েরই ভিন্ন রূপ	৮১
হোঁচটকে আপন ভাবুন	৮২

নতুন বছরকে জয় করার রোডম্যাপ	৮৩
এ বছর আপনার সাফল্যের ৫টি শক্তিশালী স্টেপ	৮৪
সেট পয়েন্ট—আপনার জীবনের অদৃশ্য সীমা	৮৭
সেট পয়েন্ট কী?	৮৮
সেট পয়েন্টের মূলনীতি	৮৯
সেট পয়েন্ট এবং সুখের বিজ্ঞান	৯০
কেন সেট পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ?	৯০
সেট পয়েন্ট: সীমা না সম্ভাবনা?	৯১
এক্সপেরিমেন্ট: ১০০ বনাম ২০০ জাম্পিং জ্যাকস	৯১
কী শিখলাম এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে?	৯১
আমাদের ধারণা বনাম বাস্তবতা	৯২
সেট পয়েন্টের সীমা ভাঙা সম্ভব?	৯২
আপনার সেট পয়েন্ট পরিবর্তনের বিজ্ঞান	৯৩
আপনার ক্ষমতা অসীম	৯৪
বাইন্স ব্যাক বেটার: এন্টিফ্রাজাইল জীবনের বিজ্ঞান	৯৫
এন্টিফ্রাজাইলিটির বিজ্ঞান: আঘাত থেকে শক্তি	৯৬
জীবনের সেট পয়েন্ট আর এন্টিফ্রাজাইলিটি	৯৬
আপনার জীবনে এন্টিফ্রাজাইলিটির প্রয়োগ	৯৭
জীবনের পাথর ভাঙুন	৯৭
ল অব ইনারশা: জড়তা ভেঙে বিজয়ের পথে	৯৯
জড়তার বিজ্ঞান	১০০
কেন জড়তা ভয়ংকর?	১০০
সাফল্যের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ	১০১
রকেটের উৎক্ষেপণ	১০১
মানসিক শক্তি	১০১
জড়তা ভাঙার উপায়	১০২
হারল্যান্ড স্যান্ডার্স: জড়তা ভেঙে নতুন গল্পের জন্ম	১০৩
জড়তা ভাঙতে ১%-এর জাদু!	১০৩
১%-এর জাদু: একটি গণিতের চমৎকার উদাহরণ	১০৪

১%-এর শক্তি বাস্তব জীবনে কীভাবে কাজ করে?	১০৪
১% অবনতি: সতর্কতার বার্তা	১০৫
ল' অব মোমেন্টাম: গতির ম্যাড্রিক	১০৭
মোমেন্টাম কী?	১০৭
খেলার মাঠে মোমেন্টাম: কার্ডিফের মিরাকল	১০৮
এলন মাস্ক: অপ্রতিরোধ্য মোমেন্টাম	১০৯
জে কে রাউলিং: মোমেন্টামের জাদু	১১০
কেন মোমেন্টাম গুরুত্বপূর্ণ?	১১০
মোমেন্টাম হরানোর বিপদ	১১০
মোমেন্টাম তৈরির ৩টি ধাপ	১১১
ইনার ওয়ার্ল্ডের ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল	১১৩
সমালোচনা: অন্যদের ফ্রি ভিসা দেবেন না	১১৩
ট্রল এবং সমালোচনার গল্প: আমার নিজের অভিজ্ঞতা	১১৪
আপনার ইনার ওয়ার্ল্ড, আপনার ক্ষমতা	১১৫
সমালোচনার চাপ নিয়ন্ত্রণের ৩টি গোপন কৌশল	১১৭
নেলসন ম্যান্ডেলার শিক্ষা: ইনার ফ্রিডম	১১৭
আমার ইনার ওয়ার্ল্ডের ভিসা সিস্টেম	১১৮
সমালোচনাকে শক্তিতে পরিণত করুন	১১৮
তিন ব্রেইনের খেলা: কে চালাচ্ছে আপনার জীবন?	১২০
ক. সেইজ ব্রেইন: আপনার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপারহিরো	১২১
জ্ঞানী ব্রেইনের শক্তি: এটা আপনাকে কীভাবে বদলাতে পারে	১২১
খ. মাংকি ব্রেইন: আপনার ভেতরের অস্থির বান্দর	১২৩
মাংকি ব্রেইন কী?	১২৪
মাংকি ব্রেইনের মেইন ক্যারেক্টার	১২৪
মাংকি ব্রেইনের কাজ করার ধরন	১২৪
কেন মাংকি ব্রেইন আপনার শত্রু?	১২৫
২৫ গুণ ধ্বংস (২৫X Destruction)	১২৫
মনোযোগের ধ্বংস এবং এর প্রভাব	১২৬
কীভাবে মনোযোগ রক্ষা করবেন	১২৬

মাংকি ব্রেইনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায়	১২৭
আপনার বান্দরকে বশে রাখুন	১২৮
রোবট ব্রেইন: অভ্যাসের কারখানা	১২৮
রোবট ব্রেইন কী?	১২৯
রোবট ব্রেইন কীভাবে কাজ করে?	১২৯
রোবট ব্রেইনকে কীভাবে সঠিকভাবে প্রোগ্রাম করবেন?	১৩১
রোবট ব্রেইনের শক্তি: সাফল্যের অটোপাইলট	১৩১

বিলিয়নিয়ার ব্রেইন ইনসাইটস ১৩৩

জেফ বেজোসের ব্রেইন-লংটার্ম থিংকিং মেশিন	১৩৪
বেজোস ব্রেইনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি	১৩৫
কীভাবে বেজোসের ব্রেইন কাজ করে?	১৩৫
এলন মাস্কের ব্রেইন—“অসম্ভবের স্থপতি”	১৩৬
এলন মাস্কের ব্রেইনের গঠন ও কাজের ধরন:	১৩৭
ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিংকিং প্রয়োগ: স্পেসএক্স (SpaceX) ও রকেট বানানো	১৩৯
প্রচলিত চিন্তার বিপরীতে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিংকিং	১৪০
মাস্কের সফলতার সূত্র	১৪০
রিচার্ড ব্র্যানসনের ব্রেইন-উদ্যম এবং মজার সমন্বয়	১৪১
সাহসী শুরু গল্প	১৪১
রিচার্ড ব্র্যানসনের ব্রেইন ইনসাইটস	১৪২
স্টিভ জবসের ব্রেইন-দ্য মাস্টার অব সিমপ্লিসিটি	১৪৪
সৃষ্টিশীলতার বিপ্লব	১৪৪
এক বিন্দু থেকে শুরু	১৪৫
স্টিভ জবসের ব্রেইন ইনসাইটস	১৪৫
স্টিভ জবসের ইনসাইটস থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন বদলান	১৪৮

নিউরো-মার্কেটিং: কাস্টমারের ব্রেইনে পৌঁছানোর গোপন বিজ্ঞান ১৪৯

নিউরো-মার্কেটিং: ব্রেইনে ঢোকার বিজ্ঞান	১৫১
কেন নিউরো-মার্কেটিং অপরিহার্য?	১৫১
কাস্টমারের ব্রেইনের তিনটি স্তর	১৫২
নিরাপত্তা ও টিকে থাকার প্রবৃত্তি	১৫৪

Instinctual Brain কীভাবে কাজ করে?	১৫৪
Instinctual Brain-কে কীভাবে টার্গেট করবেন?	১৫৫
২. Emotional Brain (Limbic System): আবেগীয় মস্তিষ্ক	১৫৭
Emotional Brain কীভাবে কাজ করে?	১৫৮
৩. Logical Brain (Neocortex): যৌক্তিক মস্তিষ্ক	১৫৯
লজিক্যাল ব্রেইন (নিউরো কটেক্স):	১৬০
ব্র্যান্ড প্রেজেন্টেশনে যৌক্তিক বিশ্বাস কীভাবে তৈরি হয়?	১৬১
কাস্টমারের যৌক্তিক ব্রেইনকে প্রভাবিত করার ৭টি কৌশল	১৬৩
Instinctual Brain, Emotional Brain এবং Logical Brain-এর ক্রম	১৬৪
ইন্দ্রিয় মার্কেটিং	১৬৫
নিউরো-মার্কেটিং: আপনি কোথায় শিখবেন?	১৬৭

স্পিড ইজ দ্য নিউ কারেন্সি	১৬৯
স্পিডের শক্তি: বাজার দখলের মূলমন্ত্র	১৭০
নোকিয়া	১৭০
ফুজি ফিল্ম	১৭০
গতি এবং সফলতার উদাহরণ	১৭১
স্পিডের আর্থিক প্রভাব	১৭২
প্ল্যাটফর্ম ও ১ মিলিয়ন ব্যবহারকারী পেতে সময়	১৭৩
স্পিড বনাম ডিরেকশন: সঠিক গতি ও দিকনির্দেশনার গুরুত্ব	১৭৩
ব্রেইভ কোচিং: গতি অর্জনের ফ্রেমওয়ার্ক	১৭৪
ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে স্পিড	১৭৫
Gen Z: স্পিডে অভ্যস্ত একটি প্রজন্ম	১৭৬
কেন Gen Z দ্রুত সফল হচ্ছে?	১৭৬
Gen Z ও স্পিড—যুগের নতুন ভাষা	১৭৭
নিজের মাঝে স্পিড কীভাবে আনবেন?	১৭৭

আল্লাহর সাহায্য ও যোগ্যতার রহস্য	১৭৮
আল্লাহর সাহায্যের ভিত্তি	১৭৮
মুসা (আ.)-এর দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য	১৭৯
আপনার জীবনে আল্লাহর সাহায্য	১৭৯

আপনার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার ৫টি ধাপ	১৮০
আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া ব্যর্থ হয় না	১৮১
দোয়া কবুল হওয়ার তিনটি রূপ	১৮১
কেন দোয়াতে ধৈর্য ধরবেন?	১৮৩
আপনার দোয়া কবুল হওয়ার জন্য করণীয়	১৮৩
শুধু সাহায্যের অপেক্ষা নাকি কাজে নামার সাহস?	১৮৪

কোচ কাঞ্চন ফিলোসফি—“জিতাও”

জিতাও দর্শনের হৃদয়স্পর্শী ভাবনা	১৮৬
জিতাও কী?	১৮৭
“জিতাও” দর্শনের ধর্মীয় ভিত্তি	১৮৮
“জিতাও” দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি	১৮৮
জিতাও ফিলোসফির ৬টি শক্তিশালী স্তম্ভ	১৮৯
আপনার জন্য জিতাও নির্দেশনা	১৯২
ডিটাচমেন্ট অব দুনিয়া	১৯২
কীভাবে ডিটাচ হবেন?	১৯৩

ব্রেইনের বারুদ: জ্বালিয়ে তুলুন আপনার সুপ্ত শক্তি ১৯৫

অধ্যায়: ১

থিংক অ্যান্ড স্টে পুওর: গরিব থাকার গ্যারান্টেড ফর্মুলা!

আমি যখন কোটি কোটি টাকা আয়ের কথা বলি, তখন আমাকে নিয়ে কন্ট্রোভার্সি হয়। অনেকে বলে, আমি নাকি টাকার কথা বলে মানুষের মাথা খারাপ করে দিচ্ছি। আমাকে স্কামার বলে, গালি দেয়। টাকা খারাপ জিনিস, এসব নিয়ে এত কথা বলাটা নাকি অনৈতিক।

এসব শুনে আমার মাথায় দারুণ এক আইডিয়া এলো। ভাবলাম, এ দেশে সবাই তো আর বড়লোক হতে চায় না। যারা গরিব থাকতে চায়, তাদের জন্যও কিছু লেখা উচিত। না হয় বড় একটা অডিয়েন্স মিস করে ফেলব!

সেই ভাবনা থেকেই বইয়ের এই অধ্যায়। এই বই শুধু বড়লোকদের জন্য না, শেয়ার করছি গরিব থাকার গ্যারান্টেড ফর্মুলাও।

এখন ডিসিশন ইজ ইয়োরস; আপনি বড়লোক হতে চান, নাকি গরিব থাকতে চান? আমি দুটো পথই আপনাকে দেখাব।

হ্যাঁ, গরিব থাকারও কিন্তু কষ্ট আছে। তবে এই বইয়ের ফর্মুলাগুলো ফলো করলে আপনি নিশ্চিন্তে গরিব থাকতে পারবেন। আত্মোন্নয়ন, মোটিভেশনাল স্পিচ, কোচিং মেন্টরিং—এগুলো আপনাকে আর ধনী বানাতে পারবে না।

গরিব থাকার মিটিং

একবার এক গ্রামে মজার ঘটনা ঘটল। গ্রামের কিছু মানুষ একটা মিটিং ডাকল—“কীভাবে গরিব থাকা যায়!”

মিটিংয়ে উপস্থিত হলেন নানা বয়সী লোকজন। কারও ঘরে টাকা নেই, কারও ক্ষেত বা জমি নেই, কেউবা সারাদিন দুশ্চিন্তা করে কীভাবে আরও গরিব হওয়া যায়, সেটা ভাবছেন।

মিটিং শুরু হলো। প্রধান বক্তা উঠে বললেন,

“আজ আমরা শিখব, কীভাবে গরিব থাকা যায়। গরিবি হালে থাকা ছাড়া আর কোনো কথা হবে না। আমরা আমাদের ঐতিহ্য ধরে রাখব। কোচ কাঞ্চনের মতো যারা ধনী হবার কথা বলবে তাদের গ্রাম ছাড়া করব। আর গরিব কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের খুব অ্যাকটিভ থাকতে হবে; যেন ক্যাশ মেশিন বই কিংবা ব্রেইভের মতো ধনী হবার কোর্স এলে সেগুলো রোস্ট করতে হবে। ইউসুফ সরকারকে বোঝাতে হবে সবাই যদি ধনী হয়ে যায় তাহলে আপনার গরিবের ব্যাংক ঋণ দেওয়ার মতো লোক পাবে কই? মনে রাখব গরিব হয়ে যখন জন্মেছি, গরিবই থাকব, আমরা কাউকেই ধনী হতে দেবো না, ইনশাআল্লাহ।’

সবার সজোরে হাততালি।

প্রথমেই এক বৃদ্ধ উঠে বললেন, “গরিব থাকার জন্য আমার সেরা ফর্মুলা: দোষারোপ।”

তিনি বুঝিয়ে বললেন,

“আমি যখন কিছু করতে যাই, তখন আমি আমার ছেলেমেয়েদের দোষ দিই। তাদের পড়াশোনা করাইনি, এটা আমার সমস্যা নয়। সমাজ আমাকে সাহায্য করেনি, এটাও আমার সমস্যা নয়। আমি দোষ দিয়ে গরিব থাকার শিল্পটা ভালোভাবে শিখেছি।”

এবার এক তরুণ উঠে বললেন,

“আমি গরিব থাকার জন্য শিখেছি, কীভাবে চিন্তাকে দমিয়ে রাখতে হয়। যখনই আমার মাথায় নতুন কোনো আইডিয়া আসে, আমি নিজেকে বলি, ‘এটা সম্ভব নয়। অন্য কেউ এটাই করতে গিয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে।’ এভাবে আমি নিজের চিন্তাগুলো মেরে ফেলি।”

সবার কাছ থেকে প্রশংসা পেলেন তিনি।

তারপর এক নারী নিজের গরিব থাকার টিপস শেয়ার করলেন:

“আমি সব সময় কপাল’কে দোষ দিই। কিছু হলে বলি, ‘আমার ভাগ্য খারাপ।’ এতে গরিব থাকার কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়।”

গরিব থাকার প্রতিযোগিতা

মিটিং শেষে ঘোষণা করা হলো, গ্রামের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ভালোভাবে গরিব থাকার কৌশল জানেন, বেশি গরিব তৈরিতে ভূমিকা রাখবে, তাকে “গরিব কিং/কুইন” পুরস্কার দেওয়া হবে।

সবাই নিজের গরিব থাকার স্ট্র্যাটেজি তুলে ধরল। একদম শেষে এক বৃদ্ধ উঠে বললেন:

“আমি কোনো কাজই শেষ করি না। সব সময় শুরু করি আর ছেড়ে দিই। আমার এই কুইডামি আর আইলসামিই আমাকে গরিব করে রেখেছে। আমি সব সময় তরুণদের গরিব থাকার সবকিছু দিই। গরিব থাকার ওপর ফ্রি কোর্স নামাইছি আমি।”

তাকে “গরিব কিং” ঘোষণা করা হলো।

এই গল্পের শিক্ষা:

যারা গরিব থাকতে চান, এই গল্পে তাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় কৌশল আছে।

তবে যারা ধনী হতে চান, তাদের জন্যও এটা একটা চমৎকার উদাহরণ—কীভাবে গরিব থাকার রাস্তা এড়িয়ে চলতে হবে।

গরিব থাকার ১৯টি গ্যারান্টেড ফর্মুলা

১. বস্তাপচা বিশ্বাস আঁকড়ে থাকুন: পরিবার, সমাজ আর ব্যাকডেটেড এডুকেশন সিস্টেম থেকে পাওয়া সব পুরোনো ধারণাগুলো ঐতিহ্য মনে করে জাপটে ধরে রাখুন। কেউ যেন আপনাকে বিশ্বাস করতে না পারে যে, আপনার পক্ষেও ধনী হওয়া সম্ভব।
২. সমস্যা নিয়ে বসে থাকুন: সম্ভাবনা বলতে কিছু নেই। কেবল সমস্যার দিকে ফোকাস রাখুন। তাহলে সম্ভাবনা আপনি দেখতেই পাবেন না। সমস্যায় জর্জরিত থাকলে গরিব থাকা অনেক সহজ।